গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সিটি কর্পোরেশনসমূহ গৃহিত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	১৯ জুন ২০২২, দুপুর ১২.০০টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভা শুরু করেন। তিনি সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১০(দশ)টি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে আজকের সভা আহবান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী-কে তিনি সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতে সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে আমরা বর্ষা মৌসুমে কোথাও কোথাও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে থাকি। এবারও আমাদের দেশের কিছু কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে প্লাবিত হওয়ার কারণে উক্ত এলাকাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা এবং অতিবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, পুলিশ, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সিটি কর্পোরেশন। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনাধীন খালসমূহ ইতোমধ্যেই ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন খাল, ড্রেনেজ আউটলেট স্ট্রাকচার ও রেগুলেটর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদ্বয় দখলকৃত খালগুলো উদ্ধারের কার্যক্রম

চলমান রেখেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবী ও সমাজহিতৈষি ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণকে সাথে নিয়ে অবৈধ দখল হতে খালসমূহ উদ্ধার করে সংস্কার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন। এর ফলে বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কম জলাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে জলাবদ্ধতা নিরসনে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

১.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত ১০ (দশ)টি সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচিসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট ৫৫টি রেগুলেটর/ড্রেনেজ আউটলেট স্ট্রাকচার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। উক্ত রেগুলেটর/ড্রেনেজ আউটলেট স্ট্রাকচার সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ৩.০০ কোটি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ৩.০০ কোটি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

১.৪ সভাপতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের গৃহিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।

১.৫ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এ সভাটি আহবান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সুফল ঢাকাবাসী ভোগ করছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ২০২০ সালে ১২৫টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সূচি অনুযায়ী খাল পরিষ্কারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রাপা প্লাজার মোড়, আজিমপুর মোড়, পলাশীর মোড়, বাংলাদেশ সচিবালয়, বকশীবাজার, বঙ্গবাজার, বঙ্গভবনের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে, কমলাপুর রেলওয়ের সামনে, দিলকুশা, ফুলবাড়িয়া, মিটফোর্ড, আনারকলি মার্কেট, শাহজাহানপুর চানমারি মোড়ের কোথাও এখন আর জলাবদ্ধতা তৈরী হয়না। ছিদ্দিকবাজার ও আলুবাজার-এর পানি নিষ্কাশনের কাজ চলমান রয়েছে। গ্রীণরোড ও কাঠালবাগানের ৯০ ভাগ কাজ শেষ করা হয়েছে। হাতিরঝিলের স্লুইচ গেইট ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার জন্য রাজউকের চেয়ারম্যানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ওয়াসার খালগুলো ৩১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত খালগুলো গত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে বছরের প্রথম দিন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রথম বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মে.টন পলিমাটি ও বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাজ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪.৫০ লক্ষ মে. টন পলিমাটি ও বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে খাল পরিষ্কার ও অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুন হতে মার্চ পর্যন্ত খাল পরিষ্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং এপ্রিল হতে মে পর্যন্ত নদর্মা পরিষ্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ওয়াসা হতে প্রাপ্ত অচল পাম্পগুলো সচল করে ব্যবহার করা হচ্ছে। কমলাপুর ও ধোলাইখালের পাম্পগুলো পুরোপুরি সচল করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৫টি স্লুইচ গেইট

জরুরী ভিত্তিতে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে সিটি কর্পোরেশনের নর্দমায় বাসাবাড়ীর স্যুয়ারেজ সংযোগ প্রদান করা হলে পানি কালচেসহ দূষিত হয়ে যায়। সিটি কর্পোরেশনের নর্দমায় বাসাবাড়ীর স্যুয়ারেজ সংযোগ জুলাই মাসের ০১ তারিখ হতে বিচ্ছিন্ন হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অত:পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব খায়রুল বাকের জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গৃহিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

১.৬ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম মোহাম্মদপুর এর বছিলা এলাকায় অবৈধভাবে দখলকৃত খাল ও ট্রাকস্ট্যান্ড উচ্ছেদকালে মাননীয় মন্ত্রী'র সরেজমিন উপস্থিতি এবং পরবর্তীতে মহান জাতীয় সংসদে এ বিষয়টি উপস্থাপন করায় মাননীয় মন্ত্রী-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আগে বৃষ্টি হলে নেভি অফিসের সামনে পানি জমা হত। এখন উক্ত স্থানে পানি জমে না। আগারগাঁও, মগবাজার, মধুবাগ, মনিপুরীপাড়া, কাওরানবাজারে পানি জমা হত। উক্ত স্থানে এখন আর পানি জমে না। নতুন বিল্ডিং করার সময় পাইলিং এর মাটিসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি রাস্তা ও ড্রেনে জমা করা হয়। ফলে ড্রেন ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অসমোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে পয়:বর্জ্য পরিশোধন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। খালের সীমানা পিলার সিএস দাগ দেখে নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট দিগুন মৌজার পাম্প হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু জমি হস্তান্তর করা হয়নি বিধায় তা হস্তান্তর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল শীঘ্রই চালু করা হলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে বিধায় এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৭ সভাপতি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক জলাবদ্ধতা নিরসনসহ দৃষ্টিনন্দনভাবে খালসমূহ উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সুপরিশসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানানোর জন্য মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-কে আহবান জানান।

১.৮ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব এম, রেজাউল করিম চৌধুরী সভাকে জানান, চট্টগ্রাম মহানগরীর নিম্নাঞ্চলগুলোতে ইতোমধ্যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৭২টি খাল ছিল। বর্তমানে ৫৭টি খালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উক্ত ৫৭টি খালের মধ্যে ৩৬টি খাল সংস্কারসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের গাইডওয়াল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি খালের মধ্যে অধিকাংশ খাল ভরাটসহ বেদখল হয়ে গিয়েছে। বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৬২৬২.৬৮ লক্ষ টাকা। গত সভায় গঠিত কমিটির সুপারিশের মধ্যে ১-৩ নং সুপারিশের ৭০% কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। ৪নং সুপারিশের আলোকে ময়লা/ আবর্জনা/ককশীট/ যাবতীয় গৃহস্থালী বর্জ্য খালের মধ্যে না ফেলার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ময়লা/আবর্জনা অপসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩৬টি খাল সংস্কারসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য ভরাটকৃত অংশ খননপূর্বক পরিস্কার করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রপাতি নেয়ার জন্য ভরাটকৃত মাটি সিডিএ কর্তৃক উত্তোলন করা হয়নি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বর্ষার সময় পাহাড় ধ্বসে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তিনি উক্ত বিষয়টি নিরসনে হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

১.৯ ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌ. তাকসিম এ খান সভাকে জানান, ঢাকা শহরের খাল বা ড্রেনে স্যুয়ারেজ লাইন সংযোগ না দেয়ার নির্দেশনা বহু আগেই জারি করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার ঢাকা শহরে মাত্র ১৮% জায়গায় স্যুয়ারেজ লাইন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত স্থান হতে কর আদায় করা হয়ে থাকে। ঢাকা ওয়াসার স্যুয়াজের লাইনের ১০০ মিটারের মধ্যে ওয়াসাকে বিল দিতে হয়। অবশিষ্ট ৮২% জায়গার ভবনসমূহে সেপ্টিকট্যাংক স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। উক্ত স্থানসমূহ হতে কোন কর আদায় করা হয় না।

১.১০ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মো: আনিছুর রহমান মিঞা, পিএএ বলেন যে যেকোন স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিজাইন ও প্ল্যান সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন গ্রহণের পূর্বে রাজউকের অনুমোদন নিলে ভাল হয়। বর্তমানে কাঠাল বাগানের স্লুইচ গেইট বৃষ্টির সময় খোলা রাখা হয়। ড্রেনের সাথে বাসাবাড়ীর স্যুয়ারেজ লাইন সংযোগ থাকায় দূষিত পানি হাতিরঝিল লেকে প্রবেশ করে। বিশেষ করে কাওরান বাজারের মাছের আড়ৎ থেকে দূষিত পানি লেকে প্রবাহিত হয়ে লেকের পানি দূষিত হচ্ছে।

১.১১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতি:মহাপরিচালক (পূর্ব) জনাব মো: মাহবুবুর রহমান সভাকে জানান, সিডিএ-কে নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের খাল খনন/সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কয়েকটি সভা করা হয়েছে এবং উক্ত কাজসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.১২ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জনাব রফিকুল ইসলাম জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে বলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত পূর্বের অর্থ হতে ৩ কোটি টাকায় খাল/নালা পরিষ্কার করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১৩.৭৯ কি. মি. দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সেকেন্ডারী/টারশিয়ারি খাল ও নালা নর্দমা হতে প্রায় ১১৫৩৮৪.৬১ ঘনমিটার মাটি উত্তোলন করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন নালা/খাল হতে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন সেকেন্ডারী/টারশিয়ারি খাল ও নালা নর্দমা হতে ৭৬৯৩৩.০৭ ঘনমিটার মাটি/আবর্জনা উত্তোলন করা হয়েছে এবং ১.৫ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, আরো ১ কোটি টাকার প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ০১ জুন ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বে-টার্মিনাল নির্মাণের কারণে উক্ত এলাকায় স্থাপিত পানি নিষ্কাশনের ৯টি রেগুলেটর অকেজো হয়ে পড়ায় হালিশহর এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণের আশঙ্কা থাকায় উক্ত সমস্যা উত্তরণে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এক্সকেভেটর দ্বারা নালা নর্দমায় কোথাও পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা পরিষ্কারের কাজ নিয়মিতভাবে করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সিডিএ প্রকল্প বহির্ভূত ২১টি খালের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১৩ সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে রাজউকের অনুমতির পর সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে। রাজউক কর্তৃক ভবন/স্থাপনার প্ল্যানের অনুমোদন পত্রের অনুলিপি সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি/সংস্থা হয়রানী করলে বা জনদুর্ভোগ তৈরী করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যক্তিগত, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে কোন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি/নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Construction Debrage/Material রাস্তায় ফেলে রাখতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে সিটি কর্পোরেশনসমূহ

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন মানুষ যেন এ সকল কাজে হয়রানির স্বীকার না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে যেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেবিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	চলমান বর্ষা মৌসুমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুততার সাথে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; ২. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
২.২	গ্রীণ রোড ও কাঠালবাগানসহ সংলগ্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে হাতিরঝিলের মুখের স্লুইচ গেইট বর্ষাকালে ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে।	১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ২. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
২.৩	বাসাবাড়ীর স্যুয়ারেজের লাইন কোনভাবেই পানি নিষ্কাশনের নর্দমায় সংযোগ প্রদান করা যাবে না। এ বিষয়ে নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যপক প্রচার প্রচারনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ সেপটিক ট্যাঙ্কের অর্ন্তভূক্তি ব্যতিত কোন ভবনের প্ল্যান অনুমোদন করা যাবে না।	১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; ২. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন; ৪. ঢাকা/ চট্টগ্রাম ওয়াসা; ৫. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২.৪	যেকোন স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক হতে প্ল্যান অনুমোদনের পর তা সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হবে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের কোন ব্যক্তি malpractice করলে কিংবা জনদুর্ভোগ, হয়রানী করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ২. ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.৫	সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি/ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বর্জ্য রাস্তায় ফেলে রাখতে পারবে না। সিটি কর্পোরেশনসমূহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল)
২.৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনালের পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ২. বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
২.৭	২৬ জুন ২০২২ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৫টি রেগুলেটর/ড্রেনেজ আউটলেট স্ট্রাকচার ঢাকা দক্ষিণ সিটি	১. স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।	৩. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৪. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
২.৮	চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে।	১. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

৩. পরিশেষে সভাপতি অদ্যকার সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- তারিখ: ২৮/০৬/২০২২ খ্রিঃ
মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৪.০১৩.২০-৭৫০/১(২৫)

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৯ / ২৮ জুন ২০২২

বিতরণ-কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১-৩ মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫-৬ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, লেভেল-৫, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫।
৮-১০ অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/পানি সরবরাহ)/মহাপরিচালক (পমূপ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১-১৩ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
১৪. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
১৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৬. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
১৭-১৮ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা।
১৯-২০ যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/ পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৪. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল)।
২৫. অফিস কপি।

২৮.০৬.২০২২

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd